গাংনীতে ঋণ ও নারী নির্যাতন মামলায় ২ জন গ্রেফতার

নারী নির্যাতন মামলার এজাহার নামীয় ১ নং আসামি শিমুল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

শিমুল গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার ফজলুর রহমানের ছেলে। ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধিত (২০০৩) এর ১১(খ)ধারায় দায়ের হওয়া মামলায় আদালত তার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে। এছাড়া ঋণ পরিশোধ না করায় এনজিও সংস্থার দায়ের করা মামলায় গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের রবিউল ইসলামের স্ত্রী গোলেনুর খাতুনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শানিবার দিবাগত মধ্যরাতে তাদের বাড়িতে পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে এই দুই আসামী গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদের নেতৃত্বে এসআই রাতুল, এসআই আশিক, এএসআই জান্নাতুল বাকী ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে এসব আসামীদের গ্রেফতার করেন।

এসআই মাসুদ জানান, গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৩ বছরের সাজাপ্রাপ্ত গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৩ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী বয়েজ
(৪২) কে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত বয়েজ গাংনী উপজেলার করমদী মাঠপাড়া এলাকার আজহারুল ইসলামের ছেলে।জিআর ২৫৬/১০ সালের একটি মামলায় আদালত তাকে তিন বছরের সাজা প্রদান করেন। সে সময় আদালতে অনুপস্থিত থাকায় তার নামে

গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে আদালত।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃত বয়েজকে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জীবননগর ৩ শতাধীক মানুষকে ফ্রি চিকিৎসা প্রদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে জীবননগরে ইন্দো-বাংলা চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে জীবননগর পৌরসভা প্রাঙ্গণে এই চিকিৎসা শিবিরের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

কলকাতার রুবি জেনারেল হাসপাতালের সহযোগিতায় চিকিৎসা দেন ভারত থেকে আগত মেডিসিন, অর্থোপেডিক, গাইনি, কিডনি ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দীপাঞ্জন ভদ্র, কুমার ব্যানার্জি, আমরিতাক্ষয়, তন্ময় মাঝি, আয়ান মুখোপাধ্যায়।

জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং জীবননগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু মো. আব্দুল লতিফ অমলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাফিজুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আরিফুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ইসা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, জীবননগর পৌরসভার মেয়র মো. রফিকুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুন্সি নাসির উদ্দিন প্রমুখ।

নতুন ভাড়া নির্ধারণে সরকার ও ফেডারেশনের দিকে তাকিয়ে মালিক সমিতি

৫ আগষ্ট শুক্রবার রাত ১২ টার পর থেকে সরকার জ্বালানী তেলের দাম বৃদ্ধি করেছে অস্বাভাবিকভাবে। শনিবার আগের ভাড়ায়ই গণ পরিবহণগুলোতে যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করেছেন।

এখনও মেহেরপুর জেলা বাস মালিক সমিতির পক্ষ থেকে ভাড়া বাড়ানোর ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। তাকিয়ে আছে কেন্দ্রীয় ফেডারেশন ও সরকারের দিকে। মেহেরপুর জেলা মটর মালিক সমিতির নিয়োগকৃত স্ট্যাটার নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমাদের উপর মালিক সমিতির কোনো নির্দেশনা আসেনি।

চুয়াডাঙ্গা টিকিট কাউন্টারের স্ট্যাটার মাষ্টার ছমির উদ্দীন ও কুষ্টিয়া মালিক সমিতির নিয়োগকৃত স্ট্যাটার মাষ্টার আক্তারুজ্জামান বলেন আমাদের উপর মালিক সমিতির কোনো নির্দেশনা না আসায় মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়াগামী যাত্রীর জন প্রতি ১০৯ টাকা, মেহেরপুর থেকে চুয়াডাঙ্গাগামী যাত্রীদের কাছ থেকে ৫২ টাকা আদায় করা হচ্ছে। হয়তোবা কাল থেকে নতুন ভাড়া তালিকা দিলে আমরা সেটাই ফলো করে ভাড়া আদায় করবো।

আলহাজ পরিবহনের চালক আবুল কাশেম বলেন, আজ থেকেই বাসের যাত্রী কমে গেছে। এখন বাসের ভাড়া বাড়লে যাত্রীদের সাথে বাসের সুপারভাইজার (ভাড়া আদায়কারী) সাথে ঝগড়া ঝাটি লেগেই থাকবে।

এদিকে আগামীকাল রোববার থেকে সরকারী, বেসরকারি সব অফিস আদালত ও স্কুল কলেজ খুলতে শুরু করেছে। ভাড়া বাড়লে সাধারণ যাত্রীদের সীমাহিন দূর্ভোগ বাড়বে।

মেহেরপুর জেলা মটর মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুল বলেন, সরকার অস্বাভাবিক জ্বালানী তেলের মূল্য বাড়িয়েছে। গতবার জ¦◌ালানী তেলের মূল্য বাড়ানোর সময়

গণ পরিবহণের ভাড়াও নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এবার হয়তোবা ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সাথে বসে ভাড়া নির্ধারণ করে দেবে।

বিষয়টি সরকারের পক্ষ থেকে দেরি করলে ফেডারেশন হয়তো গাড়ি ঘোড়া বন্ধ রেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে তার পর ভাড়া নির্ধারণ করবে। যাই হোক আমরা আমাদের ফেডারেশন ও সরকারের দিকে তাকিয়ে আছি।

গাংনীতে মাদকাসক্ত স্বামী যৌতুকের জন্য স্ত্রী নির্যাতন

যৌতুকের দাবীতে আবারো আগের মতই নির্যাতন আর অত্যাচার। শুধু আমাকে নয়, আমার এক মাস ২২ দিন বয়সী ছেলে সামিরকে ফেলে দিয়ে একটি পা ভেঙ্গে দিয়েছে আমার স্বামী। যে কারনে আদালতে মামলা করেছিলাম।

অনেক লোকজন শালিস মিমাংশা করে নতুন করে নিয়ে আসে। কিন্তু সে ভাল হয়নি। ফিরে গেছে মাদকের রাজ্যে। এভাবেই নির্যাতনের বর্ণনা করলেন নির্যাতিত মৌসুমী খাতুন। শনিবার সকালের দিকে স্বামী সুমন হোসেন মৌসুমী খাতুনকে বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলেন। মৌসুমী টাকা আনতে পারবেনা বলে জানালে শুরু হয় নির্যাতন।

জানা গেছে, প্রায় ৬ বছর আগে গাংনী উপজেলার খাসমহল গ্রামের স্কুল পাড়া এলাকার আবের আলীর মেয়ে মৌসুমী খাতুনের সাথে একই উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে সুমন হোসেনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য মৌসুমীর উপর নির্যাতন করে আসছিল সুমন। ওই সময় মৌসুমীর একটি সন্তান হয়।

এক পর্যায়ে সে সুমন হোসেনকে তালাক দিয়ে পিতার বাড়িতে চলে যায়। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাদের সংসার পুনরায় জোড়া লাগিয়ে দেন। বাড়িতে নিয়ে এসেই আবারো শুরু করে নির্যাতন। মৌসুমী জানান এবার আর তার সাথে সংসার নয়, এবার তার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামে মানিক হোসেন (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে হামলা চালিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছেন। আহত মানিক হোসেন ইসলামপুর গ্রামের আমিনুল ইসলাম ইসলামের ছেলে।

শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে বাজারের উপর অর্তকিত হামলা চালিয়ে তাকে আহত করেন প্রতিপক্ষরা।

আহত মানিকের চাচাত ভাই ব্যবসায়ী আব্দুর রব রতন জানান, গত বছর আমার এক বিঘা জমি লিজ নিয়ে মিজার নামের একজন কচু আবাদ করেন। সময় পার হয়ে গেলেও সে জমি থেকে কচু উত্তোলন করেনি।

এনিয়ে গত বছরে স্থানীয়ভাবে শালিস বৈঠকও হয়েছে। পরে কিছুদিন সময় দিয়েও সে কচু জমি থেকে না উঠালে আমি সেই জমি চাষ করে ফেলি। নিয়ে তাদের সাথে আমার শত্রুতা ছিল।

শুক্রবার আমার জমিতে বাঁশের খুটি পুতে পাট শুকানোর চেষ্টা করে তারা। পাট শুকাতে নিষেধ করাই আব্দুল মান্নানের ছেলে আলমগীর হোসেন, হেতাল আলীর ছেলে মিলন হোসেন, লিটন হোসেন, আব্দুল মান্নান ও তার ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন পূর্ব পরিকল্পিতভাবে লাঠি শোঠা ও ধারাল অস্ত্র দিয়ে মানিক হোসেনের উপর হামলা করে।

আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করি। তার মাথায় ৪ টি সেলাই হয়েছে। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারপিটের দাগ রয়েছে।

এঘটনায় ৫ জনকে আসামী করে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

বন্দি। এই শিকল ভাঙ্গতে আমাদের সকলকেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

পরে নিহত নূরে আলমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরে পাওনা টাকা চাওয়ায় মারপিট

পাওনা টাকা চাওয়ায় আল মামুন (৩৫) নামের এক ব্যাক্তিকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে প্রতিপক্ষ। আহত আল মামুন সদর উপজেলার বাড়িবাকা এলাকার বোর্ডপাড়ার ইউনুস আলীর ছেলে।

শনিবার সকালের দিকে এ মারপিটের ঘটনা ঘটে। আল মামুনের ভাস্তে সাইফ জানান, হাসিবুল নামের এক ব্যক্তির কাছে আল মামুন ৭শ টাকা পাবেন। সেই টাকা চাইতে গিয়ে বাকবিতন্ডা হয়।

এক পর্যায়ে বেদম মারপিট করে হাসিবুল। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নেয়া হয়।

পরে গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ইউপি সদস্য স্থানীয়ভাবে শালিস বৈঠক করে মিমাংসা করে দিয়েছে। হাসিবুল মারপিট করার অপরাধে নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠিত

রোগীকে ভূঁয়া সনদ প্রদানের অভিযোগে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. এমকে রেজার বিরুদ্ধে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া) ডাক্তার জাহিদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মারুফ, মেডিকেল অফিসার ডা. আদিলা আজহার।

গাংনী উপজেলা আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে এই তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নিদের্শ দেওয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সুপ্রভা রানী বলেন, গাংনী উপজেলার সহড়াতলা গ্রামের জনৈক সুজন নামের এক ভূক্তভোগী মেহেরপুর সিভিল সার্জনের কাছে ডাক্তার এমকে রেজার বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দিলে সেটি তদন্তের জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিকট তদন্তের নির্দেশ দেন।

সে নির্দেশনা মোতাবেক আজ শনিবার (৬ আগষ্ট) এ কমিটি গঠণ করে ৭ দিন সময় বেধে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, অভিযোগকারী সুজনের স্ত্রী পারিবারিক কলহের জের ধরে গত বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে তার বিরুদ্ধে আদালতে যৌতুকের দাবীতে নারী নির্যাতনের একটি মামলা দায়ের করেন। অথচ, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার এমকে রেজা ওই নারীকে শারীরিক নির্যাতনের একটি মেডিকেল সনদ গত বছরের ২ জুন মাসে দেন। সেই সনদ মামলায় ব্যবহার করছে। এটিকে মিথ্যা ও ভূঁয়া সনদ বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী সুজন।

ভুক্তভোগী বলেন, ডাক্তার এমকে রেজা দীর্ঘদিন যাবৎ টাকার বিনিময় একই ধরণের সার্টিফিকেট প্রদান করে আসছেন।তার ইওসি এবং পিজিটি কোর্স করা আছে বললেও এখন পর্যন্ত সে কোনো সার্টিফিকেট কাউকে দেখাতে পারেনি।

[redacted]

[redacted]